বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্রমবিবর্তনঃ

১৯৭৩-২০০৩

গবেষক

প্রবুদ্ধ ঘোষ

রেজিস্ট্রেশন নম্বর- A00CL0100916

তত্ত্বাবধায়ক

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

সংক্ষিপ্তসার

বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্রমবিবর্তন বিশ্লেষণ করতে চেয়ে ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৩ সালের সময়পর্বকে বেছে নিয়েছি সন্দর্ভের মূল সময়পর্ব হিসেবে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিবাহবার্ষিকী (১৯৭৭)', দেবেশ রায়ের 'মফস্বলি বৃত্তান্ত (১৯৭৭)', 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত (১৯৮৮)' এবং 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত (১৯৯৩)', আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৬)' এবং 'খোয়াবনামা (১৯৯৬)', নবারুণ ভট্টাচার্যের 'হারবার্ট (১৯৯২)', 'যুদ্ধ পরিস্থিতি (১৯৯৬)' এবং 'কাঙাল মালসাট (২০০৩)' উপন্যাসগুলিকে সন্দর্ভের মূল অক্ষ হিসেবে বিবেচনা করেছি। সন্দর্ভের গতিপথে মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' এবং 'অগ্নিগর্ভ (১৯৭৭)', অভিজিৎ সেনের 'রহু চণ্ডালের হাড় (১৯৮৫)', সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া (১৯৭৭)', রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কমুনিস (১৯৭৫)', অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আটটা নটার সূর্য (২০১৩)' এবং দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শোকমিছিল (১৯৭৩)' আলোচনার পরিসরভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও বাংলা উপন্যাসের দেড় শতকের দীর্ঘ যাত্রাপথে রচিত অন্যান্য রাজনৈতিক উপন্যাসও সন্দর্ভের পরিসরে বিশ্লেষিত হয়েছে। আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য সাহিত্যের ইতিহাসলেখ (literary historiography)-র আধারে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের অক্ষবদল, নিম্নবর্গের রাজনৈতিক উপস্থাপনা এবং ভাষার বিবর্তন বিশ্লেষণ করা।

সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞা খুঁজতে চেয়েছি। সন্দর্ভের এই অধ্যায়ে মূল প্রশ্ন আবর্তিত হচ্ছে রাজনৈতিক উপন্যাস ও উপন্যাসের রাজনীতি- এই দুই বিষয়ের বিভিন্ন উপাদানকে কেন্দ্র ক'রে। রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞা কী? রাজনীতি ও উপন্যাস আপাতভাবে দু'টি বিষম শব্দ হলেও সমস্ত কালপর্বের সমস্ত উপন্যাসেই 'রাজনীতি'র ছোঁয়া কম-বেশি থাকে। আর, সাহিত্যের নিজস্ব রাজনীতিও বহু উপাদান সম্বলিত জটিল পথে বিবর্তিত হয়। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, নবারুণ ভট্টাচার্য, দেবেশ রায়ের মতো ঔপন্যাসিকদের রচনায় রাজনীতি ও উপন্যাসের মধ্যে সামঞ্জস্য কীভাবে রক্ষিত হচ্ছে এবং সাহিত্যগত

রাজনীতি কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে? কোনও নির্দিষ্ট কালস্থানের রাজনৈতিক ঘটনাকে ভিন্ন কালস্থানিক অবস্থান থেকে লেখক যখন আখ্যায়িত করেন, তখন দৃষ্টিকোণের কী কী বদল হয় এবং উপন্যাসের কোন উপাদানগুলি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে? সাহিত্যের বাইরের বিভিন্ন ঘটনায় রাজনৈতিক উপন্যাসের অন্দর কীভাবে প্রভাবিত হয় এবং রাজনৈতিক উপন্যাসের অন্দরমহল কীভাবে চিরাচরিত উপন্যাসের ধারায় বদল আনে? যে সময়পর্ব সন্দর্ভে মূল আলোচ্য, সেখানে নব্বই দশকের উদারিকরণ-বেসরকারিকরণ-বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটও ঢুকে পড়ে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভেতরেই রয়েছেন উপন্যাসের পাঠকদের সিংহভাগ এবং লেখকেরাও। মুক্ত-বাজারের প্রভাবে সমাজের পুরনো রীতিনীতি-মূল্যবোধ বদলের সঙ্গে সঙ্গে এবং অর্থনৈতিক আকাঙ্খা-আচরণ বদলের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞায়নেও কি বদল আসে?

রাজনৈতিক উপন্যাস কোনও রাজনৈতিক ঘটনা বা সংকটমুহূর্তকে সরাসরি উপস্থাপিত করে এবং বিশ্লেষণ করে এবং রাজনৈতিক উপন্যাসের কুশীলবেরা আখ্যানের ভেতরে রাজনৈতিক আবহে রাজনৈতিক সক্রিয়তা ক্রিয়াশীল রাখে। কিছু তাত্ত্বিকের মতে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ বা পুনর্পাঠই হবে আখ্যানের মূল কেন্দ্রবিন্দু। মহাশ্বেতা দেবী বা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁদের উপন্যাসে ‘চিহ্নিত রাজনীতি খোঁজা নিরর্থক’ বলে নির্দিষ্ট দলীয় রাজনৈতিক পক্ষপাত প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু আখ্যানগুলিতে রাজনৈতিক পাঠ খুঁজে পাওয়া যায়। আখ্যানের সেই রাজনীতিপাঠ মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত-ভদ্রলোক বৃত্তের পাঠপ্রস্তাবনার বাইরে নিম্নবর্গ-নির্বিত্তের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নির্মিত হয়। মহাশ্বেতা দেবী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, দেবেশ রায়ের মতো ঔপন্যাসিকরা শ্রেণি-রাজনীতির সঙ্গে বর্ণগত, ধর্মীয় ও লিঙ্গগত রাজনীতির সংশ্লেষে রাজনৈতিক উপন্যাসকে নয়া মাত্রা দেন। ফলে, বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞায়ন পূর্ববর্তী তাত্ত্বিকদের দেওয়া সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন পথ খোঁজে। কোনও রাজনৈতিক উপন্যাসে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমতাদখল বা সমাজবিপ্লবের কাহিনি না থাকলেও, অন্তঃসলিলা ইতিহাসের প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞান সন্ধান এবং জনসমাজের গভীর প্রতিক্রিয়ায় অন্বিষ্ট বোধের উচ্চারণ থাকতে পারে।

ইতিহাস ও সমাজের গভীর বোধে একটি উপন্যাস রাজনৈতিক মাত্রার্জন করতে পারে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ও 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে বাঘারু ও কেলুর অবজ্ঞাত-অস্তিত্ব, সংলাপহীনতা ও প্রান্তিকতম অবস্থান ভারতীয় আর্থ-রাজনৈতিক বাস্তবতার অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে। বৃত্তান্তগুলিতে উন্নয়নের সঙ্গে নিপীড়িত শোষিত জনগণের দ্বন্দ্বের রূপ স্পষ্ট হচ্ছে। আধুনিক রাজনীতির এই সার্বিক দ্বান্দ্বিক পরিসর আখ্যানে ধরা থাকছে। 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত' উপন্যাসে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর উপস্থিতি আশির দশকের শেষে পশ্চিমবঙ্গের বাইরের দ্রোহচেষ্টার ভাষ্য তুলে ধরে- বিশ্বনাথের দ্বন্দ্ব প্রকট হয় বিযুক্তি ও সংযুক্তির মধ্যে দিয়ে। 'বৃত্তান্ত'গুলির অন্যতম উপজীব্য পরিবেশবাদী-রাজনীতির প্রতর্ক। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-তে তিস্তা ও তিস্তাপারস্থ মানুষের যাপনকে কেন্দ্র ক'রে রাজনীতি আবর্তিত হয়। বাঘারু, মাদারির মা তাদের শরীর, অনুভূতিমালা এবং ইন্দ্রিয়সচেতনতা দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে যায়। 'মফস্বলি বৃত্তান্ত'-র কথকের বর্ণনায় একটি মিছিল, খেতখেতুর হাঁটা এবং একটি নিরন্ন পরিবারের খাদ্যসন্ধান প্রাকৃতিক থেকে মানবিক বৈশিষ্ট্যের শব্দে-ভাষায় যাতায়াত করতে থাকে। পরিবেশবাদী সমালোচনা আখ্যানের মধ্যে প্রকৃতি ও মানুষের আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধানের পাশাপাশি মানুষ ও না-মানুষের সম্পর্কের আদানপ্রদানও খোঁজে। বৃত্তান্তগুলিতে 'জনসমাজের গভীর প্রতিক্রিয়ায় অন্বিষ্ট বোধের' খোঁজ পাওয়া যায়। ফ্যাতাড়ুরা বিশ্বায়ন-উদারিকরণের যুগের পশ্চিমবঙ্গে শহুরে নিম্নবর্গের উদ্যাপনকে সাহিত্যপরিসরে প্রতিষ্ঠা দেয়। ভদ্রলোকের সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের বিরোধ, উচ্চবর্গীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে তাদের বিরোধ এবং শাসক-মতাদর্শ মেনে চলা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে তাদের হুল্লোড়ময় নৈরাজ্য। উপন্যাস ও রাজনীতির সম্পর্কের ছুঁৎমার্গ বা মতাদর্শগত জবরদস্তির ঘনিষ্ঠতা পেরিয়ে এসে এটুকু স্বীকার করা যায় যে, উপন্যাস ও রাজনীতি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। বাংলা উপন্যাসের রাজনীতি উপন্যাস সংরূপ নির্মাণের প্রথম থেকেই ক্রিয়াশীল। উপন্যাস কাদের কথা বলবে? আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, দেবেশ রায়, নবারুণ ভট্টাচার্য, মহাশ্বেতা দেবী ঠিক ক'রে নিলেন যে, উপন্যাস মধ্যবিত্তের বা উচ্চবিত্তের স্যাঁতস্যাঁতে বেদনা নিয়ে কথা বলবে না আর। আখ্যানের গতিপথে

মধ্যবিত্তের সংকটের কথা এলেও, প্রাধান্য পাবে নির্বিত্তের ও নিম্নবর্গের সংকট। রাজনৈতিক আখ্যানের কেন্দ্রে অ-ভদ্রলোক, নিম্নবর্গীয় প্রোটাগনিস্ট থাকবে। তাঁদের আকাঙ্খা, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ এবং অন্যান্য বর্গের সঙ্গে তাঁদের বর্গের দ্বন্দ্বগুলি প্রাধান্য পাবে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস, গল্প, রিপোর্টাজ সময়ের রাজনীতিকে ধারণ ক'রে ইতিহাসধৃত ব্যক্তিমানুষের অন্বেষণ করেছে। কিন্তু, 'শোকমিছিল', 'বিবাহবার্ষিকী', 'গগন ঠাকুরের সিঁড়ি' আখ্যানগুলির পটভূমি রাজনীতিজারিত কলকাতা শহর। 'শোকমিছিল' 'গল্প সংকলন'-এর অন্তর্ভুক্ত হলেও এটি উপন্যাসোপম বড়গল্প, যার মধ্যে উপন্যাসের পর্যাপ্ত উপাদান রয়েছে। আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানবিশিষ্ট রাজনীতিসচেতন মধ্যবিত্ত এসব আখ্যানের কেন্দ্রীয় কুশীলব। রাজনীতি অন্তিম বিচারে মানবিক সম্পর্কের একটি রূপ- সামাজিক সত্তা ও পারিবারিক সত্তার দ্বন্দ্বে পার্টি ও পরিবার কুশীলবদের অস্তিত্বের নির্ধারক হয়ে ওঠে- দীপেন্দ্রনাথের লেখা আখ্যান এই সন্দর্ভের গভীরে অনুসন্ধান করতে করতে এগোয়। শিল্পের মূল বিষয় হচ্ছে সংশয়। মীমাংসা ক'রে দেওয়া কিংবা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেওয়া উপন্যাসের কাজ না। অভিসন্দর্ভে আলোচিত উপন্যাসগুলি এই সংশয় ধারণ করেই নির্মিত হয়েছে। 'ব্যক্তি'র বিকাশ উপন্যাসকে অন্যান্য সাহিত্যসংরূপ থেকে স্বতন্ত্রর করে। সেই বিকাশের পথে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বগুলির সঙ্গে সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ বহুস্তরীয় দ্বন্দ্বের মিথষ্ক্রিয়া তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নির্ধারণে এই আলোচনাগুলি জরুরি হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসগুলিতে আধুনিক রাজনীতির দ্বন্দ্বগুলি কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে উপন্যাসে, সেটাই বিচার্য। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্রোটাগনিস্টরা কমিউনিস্ট মতাদর্শের নিষ্ঠ অনুশীলন করতে গিয়ে আর্থ-সামাজিক সমসাময়িকের সঙ্গে তাল মেলাতে পারে না। সমকালীন রাজনীতির দ্বন্দ্ব এবং ভোগবাদের সর্বগ্রাসী আর্থ-সাংস্কৃতিক প্রভাব ব্যক্তির সংকট গাঢ় ক'রে তোলে। মণিমোহনের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে তার পার্টির অনুশীলনের ফারাক প্রতীয়মান হয় আত্মীয়-বান্ধবদের সঙ্গে কথপকথনে উদ্ভূত দ্বন্দ্বে। 'শোকমিছিল'-এ পার্টি, পরিবার, রাজনীতি এবং ব্যক্তি সবকিছুই দ্বন্দ্বমুখর

রাজনৈতিক সময়ের স্পর্শে ভাঙনমুখী। 'যুদ্ধ পরিস্থিতি'-র রণজয় মতাদর্শ এবং মার্ক্সীয় পাঠরুচি দিয়ে সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অসম প্রতিরোধের স্তর নির্মাণ ক'রে নেয় বিশ্বায়িত নব্বই দশকের মাঝামাঝি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'রাজনৈতিক উপন্যাসের বিবর্তনের ইতিহাস এবং আখ্যাননির্মাণের রাজনীতি'। এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয়- আখ্যানের কাল্পনিকতাকে অক্ষ ক'রে ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাসের মেলবন্ধন কীভাবে ঘটে। ইতিহাসের ঘটনাবলী ও তার রাজনৈতিক বাস্তবতার আখ্যানের সংযোগে কীভাবে রাজনৈতিক উপন্যাসের নির্মাণ হয়? বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ইতিহাসলেখ (historiography) বিশ্লেষণ ক'রে অভিসন্দর্ভে আলোচ্য মূল উপন্যাসগুলির অবস্থান বুঝতে চেয়েছি। ঊনিশ শতকে বাংলা উপন্যাসের সূচনালগ্ন থেকে খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকরা 'শিক্ষিত-ভদ্রলোক-মধ্যশ্রেণি' পরিচয়বাহক পাঠকবর্গের নির্মাণে সচেষ্ট হলেন। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসের নির্মাণে ভদ্রলোক-হিন্দু-মধ্যবিত্ত কুশীলবের প্রাধান্য এবং সমবর্গীয় পাঠকশ্রেণি তৈরি হয়েছে। উপন্যাসে 'আত্ম-অপর' বিভেদ স্পষ্ট হয়েছে। ভদ্রজনের সাহিত্যভাষা গড়ে নেওয়া ও সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে ওই বর্গের প্রয়োজনমতো। পাঠক নির্মাণের রাজনীতি দ্বারা সৃষ্ট 'শিক্ষিত', 'মার্জিত' ভদ্রলোক পাঠকবর্গ পরবর্তী শতকব্যাপী স্বীয়বৃত্তের বিশেষ উপন্যাসদর্শন প্রজন্মান্তরে বহমান রেখেছে। উপনিবেশিত সংস্কৃতি, চাপিয়ে দেওয়া আধুনিকতা এবং সংস্কারাশ্রয়ী-প্রতিক্রিয়াশীল মানসিকতার দ্বন্দ্বে জারিত 'ব্যক্তি'-র অনুসন্ধান চলেছে রাজনৈতিক উপন্যাসেও। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রেও বৃহত্তর মুসলমান সমাজের অভিমান এবং বঞ্চনাবোধ পুঞ্জীভূত হয়েছে বহুদশক ধরে। বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের এবং ঔপন্যাসিকদের বিকাশ হয়েছে তুলনামূলক দেরিতে। বাংলা সাহিত্যের রাজনীতি এবং রাজনৈতিক উপন্যাস হিন্দু এবং/বনাম মুসলমান প্রতর্ককে ধারণ ক'রে এগিয়েছে। ১৯০৫-র বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের সময়ে বাঙালির চেতনা এবং ১৯৪৭ সালে দেশভাগ প্রস্তাবের সময়ে বাঙালির চেতনাবিশ্বে বিপুল রাজনৈতিক-ধর্মীয় বদল ঘটে গেছিল। ১৯২৬ সালে ঢাকাকেন্দ্রিক 'বুদ্ধির

মুক্তি' আন্দোলনের পরে ১৯৪০–র দশকে বাংলা সাহিত্যে তাৎপর্যপূর্ণ প্রতর্ক নিয়ে হাজির হল পাকিস্তানবাদী সাহিত্য। বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যের স্বাতন্ত্রের অনুসন্ধান কয়েক দশক ধরে চলছিল, যা ১৯৪০-র দশকে নতুন অভিমুখ পেল। পূর্ববঙ্গের বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাস ধর্মীয় রাজনীতি ও সাহিত্যের রাজনীতির দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। বাঙলা ভাগের প্রাক্কালে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি, কলকাতাকেন্দ্রিক দৈনিক পত্রিকা এবং সাহিত্য পত্রিকা ভদ্রলোক-মধ্যবিত্তের সংকটের ওপরে যাবতীয় গুরুত্ব নিবদ্ধ করেছিল। অবহেলিত থেকে গেছিল নিম্নবর্গের ভাষ্য এবং আকাঙ্খার সাহিত্যগত প্রতিফলন। সন্দর্ভে আলোচ্য উপন্যাসগুলি কি সেই নির্ধারিত মানদণ্ডগুলিকে প্রত্যাহ্বান জানাতে পারল? ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির পাল্টাপ্রস্তাব কীভাবে হাজির করলেন সতীনাথ, মহাশ্বেতা, দেবেশ, নবারুণ, আখতারুজ্জামানরা? 'খোয়াবনামা'-র অন্তর্বয়নে একদিকে 'আনন্দমঠ'-এর জনতোষী হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধ প্রস্তাব তৈরি হয়, অন্যদিকে ভাষার বহুস্তর শাসক-মতাদর্শের অন্তর্ঘাতী বয়ান বয়ন করে। 'খোয়াবনামা' উপন্যাস দেশভাগ ও দাঙ্গাবিষয়ক ছকেবাঁধা আখ্যান পরিসরকে প্রত্যাহ্বান জানিয়ে নিম্নবর্গের ভাষ্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৪৬-৪৭ সালের রাজনীতি শুধু হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িক, নঞর্থক, রক্তপাতপ্রবণ, হিন্দু বনাম মুসলমান ছিল না। কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের স্বার্থান্বেষী দ্বন্দ্বের সমান্তরালে তেভাগার রাজনীতি উচ্চবর্গীয় মতাদর্শের বিরুদ্ধ-রাজনীতি ক্রিয়াশীল ছিল। 'খোয়াবনামা' সেই সর্বাত্মক কৃষকবিদ্রোহের বয়ানকে নিম্নতলের ইতিহাসের সঙ্গে তুলে আনল। উক্ত সময়ে মধ্যবিত্তের সংকট ও নির্বিত্তের সংকটের দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হয়েছে 'খোয়াবনামা'-র আখ্যান-পরিসরে এবং তা নিম্নবর্গের আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উপাদানের দ্বন্দ্বও উপস্থাপিত হয়েছে। 'খোয়াবনামা'-র আখ্যানভাষা ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ইতিহাসের পুনর্কথন করে শোলোক আর কীর্তনের ভাষায়, শাসকশ্রেণির ইতিহাস-সংস্কৃতি পাঠের পাল্টাপ্রস্তাব হাজির করে এবং 'অপর'দের প্রতিস্পর্ধী বয়ান হাজির করে। 'খোয়াবনামা' বেদান্ত ও সূফী দর্শনের এক সমন্বয়সেতু তৈরি ক'রে নেয়। আখ্যানে লোকায়ত ধর্মবোধ উচ্চবর্গ-নিয়ন্ত্রিত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মধারণার বিরোধী হয়ে

ওঠে এবং ধর্মীয় রাজনীতির সঙ্গে শ্রেণিরাজনীতির দ্বান্দ্বিক সমীকরণ আখ্যানের বিভিন্ন স্তরে প্রতীয়মান হয়। দেশভাগের পরে স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানে নিম্নবর্গীয়দের রাজনৈতিক আকাঙ্খা ক্ষমতাকাঠামোর চাপে লঘু হতে থাকায় আখ্যানের নিম্নবর্গীয় কুশীলবদের খোয়াব পরিণতি পেল না- 'খোয়াবনামা' আখ্যানে এই রাজনীতি স্পষ্ট হয়ে থাকে বাস্তবতার অভিজ্ঞানে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উপন্যাস (বিশেষতঃ 'চিলেকোঠার সেপাই') ও বাংলাদেশের (তার আগে পূর্ব পাকিস্তান) রাজনৈতিক উপন্যাসের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে রচিত রাজনৈতিক উপন্যাসকে হুবহু এক কাতারে ফেলা যায় না। দু'টি স্থানের রাজনীতি, গণআন্দোলনের ধরন এবং পাঠক-লেখক বিকাশের বিবর্তনে তফাৎ রয়েছে। মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ, রাজনৈতিক উপাদানসমূহ এবং জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিন্যাসেও কিছু তফাৎ রয়েছে। কিন্তু, সাদৃশ্যও রয়েছে প্রচুর- সামগ্রিক বাঙলা সাহিত্যের রাজনীতি ও বাঙলা রাজনৈতিক উপন্যাসের বিবর্তন অনুসন্ধানে তা গুরুত্বপূর্ণ। অভিসন্দর্ভে আলোচনা করেছি- নিম্নতল থেকে উঠে আসা ইতিহাসের বাচন ও সাহিত্য কীভাবে রাজনৈতিক উপন্যাসের বাচনে রূপান্তরিত হচ্ছে? প্রচলিত ইতিহাসকথন আর শাসকের বয়ানকে প্রতিস্পর্ধা জানাতে আখ্যানের গড়নগঠন কীভাবে নবায়ন ঘটাচ্ছেন ঔপন্যাসিকেরা? হেইডেন হোয়াইটের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ইতিহাস'নির্মাণ'-এর প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছিল। লেভি স্ট্রাউস মিথোলজির সঙ্গে ইতিহাসের মিথষ্ক্রিয়া খুঁজেছিলেন। সন্দর্ভের অন্যতম প্রধান আলোচ্য রাজনৈতিক উপন্যাসে মিথ ও মুখফেরতা কাহিনির তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ। মুখফেরতা কাহিনি ও মিথের বিস্তার আধুনিক উপন্যাসরীতির বিপরীতে দেশজ অভিজ্ঞান হয়ে থাকে। উচ্চবর্গের চাপিয়ে দেওয়া ইতিহাসচেতনা ও ধর্মবোধের পাল্টাপ্রস্তাব উঠে আসে এর মধ্যে দিয়ে। 'অরণ্যের অধিকার', 'খোয়াবনামা', 'রহু চণ্ডালের হাড়' উপন্যাসে এমন প্রস্তাব প্রতিরোধের ভাষ্য নির্মাণ করেছে। এই উপন্যাসগুলিতে ইতিহাস ও মুখফেরতা আখ্যানের সীমারেখা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। মিথের ব্যবহার এখানে কোনও বদ্ধ প্রক্রিয়া নয়, বরং তা ইতিহাসের খোলা মুখের দিকে ইঙ্গিত করে। অতীতের পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় ঐতিহাসিক অতীতের কিছু কিছু ভাবকল্প

পুনর্নির্মিত হয়ে বাচনেরও নবায়ন ঘটিয়ে দেয়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শাসকশ্রেণির ধর্মবিশ্বাস এবং অধীনস্থ শ্রেণিগুলির ধর্মবিশ্বাস অনেক সময় এক হলেও, তাদের চরিত্র ও আকার আলাদা, এমনকি তা বিরোধী রূপেরও হতে পারে। 'খোয়াবনামা'-র হিন্দু নায়েবের সঙ্গে নিম্নবর্গীয় হিন্দু বৈকুণ্ঠ বৈরাগী, কেষ্ট পালদের দ্বন্দ্ব ইতিহাসনির্মাণ ও মিথনির্মাণের পথ ধরে আসে। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মুখফেরতা কাহিনি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয়চেতনার সঙ্গে জটিল দ্বন্দ্বে ও কুশীলবদের সংশয়ে আখ্যানের শিরদাঁড়া হয়ে থাকে। 'অরণ্যের অধিকার'-এ বিরসা মুণ্ডার ঈশ্বরপ্রতিম হয়ে ওঠায় বিশ্বাস করেন যে মুণ্ডারা, তাঁরা একাধারে ব্রিটিশ এবং দিকুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়েন। অভিজিৎ সেনের 'রহু চণ্ডালের হাড়' নিম্নবর্গীয় বাজিকরদের দীর্ঘ যাত্রাপথে ঘটমান আর্থ-রাজনৈতিক প্রতিস্পর্ধার পাশাপাশি ইতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে সংশ্লেষিত করে। এই উপন্যাসে বাজিকরদের লোকায়ত ধর্ম আধিপত্যকারী ধর্মগুলির থেকে আলাদা- মূলধারার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং মূলধারার কাছে অসহায় সমর্পণ দুইই ক্রিয়াশীল থাকে। ইতিহাস ও সাহিত্যের ভেদরেখা-সাহচর্যের দ্বন্দ্বে মুখফেরতা কাহিনি ও লোককথা উপন্যাসের নতুন নীতির সন্ধান দেয়। এইসব আখ্যানজগতে মিথ্ এবং মুখফেরতা কাহিনি সংশ্লেষিত হয়ে প্রতিরোধ ক্ষমতা ধারণ ক'রে উপন্যাসের রাজনীতির বিরুদ্ধবাচন হয়ে উঠতে পারছে।

এর পরের পর্বে আলোচনা করেছি তেভাগা আন্দোলনকেন্দ্রিক কয়েকটি রাজনৈতিক উপন্যাস কীভাবে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে আখ্যানবদ্ধ করেছে। সাবিত্রী রায় ও মহীতোষ বিশ্বাসের উপন্যাসে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন হয়েছিল। সাবিত্রী রায় দ্রোহী নারীর অবস্থানের এবং পার্টির আভ্যন্তরীণ অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আখ্যানে তুলে এনেছিলেন। কিন্তু, ভিন্ন কালস্থানিকতা থেকে 'খোয়াবনামা' যেভাবে তেভাগা আন্দোলন, শ্রেণি রাজনীতি, নিম্নবর্গের ভাষ্য, ধর্মবোধ এবং শোলোক-গণসঙ্গীত আখ্যানের কাঠামোয় সাজিয়ে নিলেন, তা অভূতপূর্ব।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমে আলোচনা করেছি- পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশে উপন্যাসের রাজনীতি কীভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৬)'-র নিজস্ব রাজনীতি আছে, যা আখ্যানগর্ভ থেকে উঠে আসে পাঠকের সামনে। পাঠক তার পাঠমুহূর্তে খিজির ও ওসমান নামক দুই বিজিতের প্রতিস্পর্ধাকে আবিষ্কার করতে পারে, মহাজন ও আইয়ুব খানের শাসনের রাজনীতিকে চিনে নিতে পারে। আর, এই আবিষ্কার করা বা চিনে নেওয়ার পদ্ধতিতে পাঠকের সহায় হয় উপন্যাসের ভাষা, নির্দিষ্ট কালস্থানিকতায় কুশীলবেদের অবস্থান এবং আখ্যানবিষয়ের উপস্থাপনায় ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি। ইলিয়াস বাংলাদেশের কালস্থানিকতায় অবস্থান ক'রে ১৯৪৬-৪৭ সালের দেশভাগ-দাঙ্গার রাজনীতি ('খোয়াবনামা') এবং ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থানের রাজনীতি ('চিলেকোঠার সেপাই') আখ্যানবদ্ধ করছেন। কুশীলবদের শ্রেণিবোধ, রাজনৈতিক উত্তরণ এবং আখ্যানের ভাষা কীভাবে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আখ্যানধরণকে প্রত্যাহ্বান জানাচ্ছে? 'চিলেকোঠার সেপাই' ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গণঅভ্যুত্থানের দলিল। কিন্তু তা একমুখী স্বদেশবোধের কথা বলে নি, অন্তর্সংঘাতহীন কোনও দলের কথা বলে নি এবং সমাজের বহুস্তরীয় সংকটকে আখ্যানবদ্ধ করেছে। খিজিরের জাতীয়তাবাদ আর আনোয়ারের জাতীয়তাবাদের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। ওসমান যেভাবে সামাজিক শত্রুকে চিহ্নিত করতে চায় তার সঙ্গে খিজিরের আর্থ-রাজনৈতিক শত্রুকে চিহ্নিত করার মূলগত পার্থক্য রয়েছে। চেংটুর সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে আনোয়ারের আধুনিক-সাংস্কৃতিক চেতনার অনপনেয় ব্যবধান তাদের তত্ত্বে-অনুশীলনে ফারাক গড়ে দেয়। অথচ এই সবক'টি বিষয়ই ঘটছে ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের সময় যখন জাতীয়তাবাদী দ্রোহের স্ফূরণ হতে চলেছে। এমন ইতিহাসবোধ ও রাজনীতিবোধ ছাড়া কি স্বদেশময় ব্যক্তিজিজ্ঞাসা সম্ভব? ইতিহাসজারিত ব্যক্তিমানুষের অন্বেষণ সম্ভব? উপন্যাসপটের মহৎ সময়কে পাঠকের চেতনায় প্রোথিত করা সম্ভব? 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর পাঠক উপন্যাসপাঠের পরে একমুখীন স্বদেশবোধে বা একদিশাদর্শী জাতীয়তাবাদে আবিষ্ট থাকতে পারেন না। শহীদুল জহিরের 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' মুক্তিযুদ্ধ

এবং তার পরবর্তী সময়ের সামাজিক-রাজনৈতিক অভিঘাতের আখ্যান। রাজাকারদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দ্রোহের অপমৃত্যু এবং নিপীড়িত নিম্নবিত্তের যাপনের দলিল জহিরের এই উপন্যাস। এর গড়নগঠন, ভাষাপ্রকল্প এবং আখ্যানস্থ সত্যের উপস্থাপনা বাংলাদেশের রাজনীতি অনুসন্ধানের দিকনির্দেশ করে। এরপর নকশালবাড়ি আন্দোলনপর্বের পরবর্তী সময়ে (ঊনিশশো ষাট-সত্তর দশক) বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য বাঁকবদলের উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করেছি। সত্তর দশকের আগের বাংলা সাহিত্য এবং সত্তর দশকের পরের সাহিত্যের মধ্যে তফাৎ শুধুমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রের বাইরের প্রভাবে ঘটেনি, বরং সাহিত্যের অন্তর্গত দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষাপ্রয়োগের সম্যক প্রভাবের ফলেও ঘটেছে। রাজনৈতিক হিংসা, শ্রেণিসংগ্রাম, কুশীলবদের রাজনৈতিক অবস্থান, দৃষ্টিকোণ, নায়কনির্মাণের উপাদান এবং প্রধান আর্থ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বগুলি সত্তর-দশক পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাসে বিবর্তিত হয়েছে কীভাবে? সত্তর দশক পরবর্তী বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসকে পুনর্সংজ্ঞায়িত করছেন মহাশ্বেতা দেবী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবারুণ ভট্টাচার্যরা। সাহিত্যের রাজনীতি এবং লেখকের রাজনীতি এক না। ঔপন্যাসিকের মতাদর্শ কী, ঔপন্যাসিক কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য কিনা কিংবা তাঁর ব্যক্তিজীবনে কোন রাজনীতির প্রতি আস্থাশীল ছিলেন, সেসব বিচার্য না হয়ে তাঁর রচিত আখ্যানের রাজনীতি ও আখ্যাননির্মাণের রাজনীতি থেকে উপন্যাসের ক্রমবিবর্তনের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। নবারুণ ভট্টাচার্যের ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’ উপন্যাসের না-একরৈখিক সময়রেখায় স্মৃতিপথ ধরে আখ্যানের যাতায়াত চলে। পশ্চাদ-উদ্ভাস এবং স্মৃতিকথনের কৌশল ব্যবহৃত হয় আখ্যানে। রণজয়ের বিপর্যস্ত মানসিক পরিস্থিতিতে দৃষ্টিভ্রম এবং স্মৃতি-উদ্ভাস যুগপৎ ক্রিয়াশীল থাকে। কিন্তু, অধিকাংশ উপন্যাসে যেমন অভিমুখহীন স্মৃতিকামুকতা আধিপত্যকারী হয়, ‘যুদ্ধ পরিস্থিতি’-তে তেমন না। ষাট-সত্তর দশকের রাজনীতিকে কেন্দ্রে রেখে লেখা বহু রাজনৈতিক উপন্যাসে অভিমুখহীন স্মৃতিজর্জর কাহিনি ব্যক্ত হয়। ছাঁদবদ্ধ কাহিনিপটে প্রটাগনিস্টের স্মৃতিরোমন্থন এবং ব্যক্তিগত অরাজনৈতিক বা নিরাজনৈতিক টানাপড়েন মুখ্য হয়ে ওঠে। নবারুণের আখ্যানের প্রোটাগনিস্টরা তার বিপ্রতীপ

রাজনৈতিক অভিমুখ নির্দেশ করতে চায়। রণজয়ের মানসিক বৈকল্য এবং স্মৃতিরোমন্থন প্রতিরোধের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। নব্বই দশকের উদারীকৃত-বিশ্বায়িত সংস্কৃতির প্রতিরোধের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের বিরুদ্ধ উপাদানগুলি জেগে থাকে। পাঠপ্রবণতা, সশস্ত্র প্রস্তুতি, যুদ্ধের নীতি-কৌশল এবং আত্মসমালোচনা রণজয়কে নিরাজনৈতিক সময়ের রাজনীতিদর্শী ক'রে তোলে।

আধুনিক সময়ের যুক্তিশৃঙ্খলা ও বাস্তবতাবাদের গড়নগঠনকে প্রত্যাখ্যান ক'রে 'ভূত' তাৎপর্যপূর্ণভাবে আখ্যানে অবতীর্ণ হয়। হারবার্টের ভূত নামানোর ব্যবসা ও মৃতের সহিত কথোপকথন, হাড্ডি খিজির মরে গিয়েও ওসমানের মাথায় গেঁড়ে বসা, মুনসির ভূতের পাকুড়গাছে বাস, 'কাঙাল মালসাট'-এ ভূতেদের সঙ্ঘবদ্ধ উদ্যাপন- রাজনৈতিক উপন্যাসে ভূতেরা নিছকই উপস্থিত থাকে না, আখ্যানের গতিপথে তারা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ইতিহাস ঢুকে পড়ে বর্তমানের সঙ্কল্পে। অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধনে এবং উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে দ্রোহোৎসবে গুরুত্বপূর্ণ তারা। পাঠকের কাছে উপন্যাসপাঠের নতুন কোন সম্ভাবনাগুলির উন্মোচন ঘটছে। 'আনন্দমঠ', 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'পথের দাবী' ইত্যাদি উপন্যাস থেকে সত্তর দশক পরবর্তী বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের নায়কের বিবর্তন কীভাবে সাধিত হচ্ছে? সেই বিবর্তনপথের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি অভিসন্দর্ভে বিশ্লেষণ করেছি।

সত্তর দশকের পরবর্তী সময়ে লেখা বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং ষাট-সত্তর দশকের ছাত্রযুব আন্দোলন, কৃষক-শ্রমিকের আন্দোলন প্রাধান্যকারী বিষয় হয়ে উঠেছে। উপর্যুক্ত আন্দোলনগুলিতে উদ্ভূত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, রাজনীতিতে জড়িয়ে থাকা ব্যক্তি ও পরিবারের দ্বন্দ্ব, শাসক বনাম দ্রোহীদের দ্বন্দ্ব, উক্ত সময়ের রাজনীতি থেকে পরবর্তী সময়ের বামপন্থী রাজনীতির বিবর্তন, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ক্রমবদল, উপর্যুক্ত আন্দোলনগুলিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির মতাদর্শগত ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট ইত্যাদি মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলনকে ও আন্দোলনের কুশীলবের বিচার করা, মধ্যশ্রেণির আদর্শ-নীতিবোধ থেকে দ্রোহের পরিসরকে বিচার করা, সন্ত্রাস ও হিংসার নির্দিষ্ট চিত্রকল্পের পুনরুৎপাদন, বামপন্থী মতাদর্শের অবক্ষয়ী

নঞর্থক উপস্থাপন, দ্রোহী নারী কুশীলবদের মা-বধূ-প্রেমিকা ছাঁচে আখ্যায়িত করা, উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নবর্গীয়দের উপস্থাপনা, রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের অনুসারী বয়ানকে প্রাধান্য দেওয়া ইত্যাদি। যেক'টি প্রবণতা বা সূত্রায়ন প্রধান হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে অন্যতম- (১) মধ্যবিত্ত মেধাবী প্রোটাগনিস্ট সত্তর দশকের রাজনীতির প্রতি হতাশ এবং বীতশ্রদ্ধ। (২) সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের স্থিতি ধ্বংস করছে রাজনীতি। (৩) রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নঞর্থক রূপটি প্রধান। (৪) নকশালবাড়ি রাজনীতি ভয়ঙ্কর হিংসাত্মক সন্ত্রাসমূলক রাজনীতিতে ছাত্রযুবদের নৈরাজ্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছিল। (৫) ভদ্রলোকবৃত্তের মধ্যে রাজনৈতিক ঘটনাবলী আলোড়ন তুলেছিল এবং তাদের প্রতিক্রিয়াই আখ্যানের মূল আলোচ্য। তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষক-শ্রমিকের দ্রোহকে বিচার করার প্রয়াস। বাণিজ্যিক পত্রিকা ও বাণিজ্যিক হাউস প্রণীত বিভিন্ন উপন্যাসে এবং তথাকথিত অবাণিজ্যিক পত্রিকায় প্রকাশিত বহু উপন্যাসে উপর্যুক্ত প্রবণতাগুলির পুনরুৎপাদন হয়ে চলেছে। নবারুণ ভট্টাচার্যের 'হারবার্ট', 'যুদ্ধ পরিস্থিতি', অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আটটা নটার সূর্য', মহাশ্বেতা দেবীর 'অগ্নিগর্ভ' সত্তরদশক-পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাস রচনার চেনা ধাঁচাকে প্রত্যাহ্বান জানায়। রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের অনুসারী বয়ানের অন্তর্ঘাতী বয়ান প্রতীয়মান হয়। নিছক স্মৃতিকামুক আখ্যাননীতিকে প্রত্যাখ্যান ক'রে রাজনৈতিক বাচন প্রাধান্য দেওয়ার পদ্ধতি অনুশীলন করেন তাঁরা। দীপেন্দ্রনাথের 'শোকমিছিল' এবং 'বিবাহবার্ষিকী' অনুশীলনগত রাজনৈতিক মতাদর্শের নঞর্থক এবং সদর্থক রূপ সম্বন্ধে সচেতন করে। মতাদর্শের যে রূপটি চৈতন্য জাগরণে অভিমুখ দেয় এবং জনগণকে সচেতন ও সক্রিয় করে, তাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন দীপেন্দ্রনাথ। হত্যার বীভৎসা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিহিংসা পেরিয়ে জনগণের চেতনার সম্প্রসারণের দৃষ্টিকোণে জোর দেওয়াকে আখ্যানের কেন্দ্রে প্রতিস্থাপিত করেন দীপেন্দ্রনাথ।

রাজনৈতিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'হিংসা (violence)' গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠছে। ষাট-সত্তর দশকের আগে রচিত রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে রাজনৈতিক হিংসার প্রাবল্য কম। হিংসাবর্ণনার ভাষা, হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে কুশীলবদের সংযুক্তি এবং সামাজিক-রাজনৈতিক হিংসায় শাসক ও দ্রোহীদের

ভূমিকা- এগুলি রাজনৈতিক উপন্যাসের রাজনীতিকে প্রভাবিত করছে। নকশালবাড়িকেন্দ্রিক রাজনৈতিক উপন্যাসগুলিতে দ্রোহীদের অকারণ হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড, মূর্তি-ভাঙ্গা, ব্যক্তিহত্যা, সন্ত্রাস ইত্যাদি প্রাধান্য পেয়েছে। সন্দর্ভে আলোচিত ঔপন্যাসিকদের আখ্যানে হিংসা ও সন্ত্রাসের একপেশে সংজ্ঞায়নকে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে এবং রাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদী ভূমিকা আখ্যানবদ্ধ হয়েছে। ব্রতীদের খুনের বর্ণনায়, রণজয়ের ওপরে হওয়া নির্যাতনের বর্ণনায়, দোপদী মেঝেনের ওপরে হওয়া নির্যাতনের বর্ণনায়, নিরূপম-পাঞ্চালী-দ্রোণদের ওপরে হওয়া অত্যাচারের বর্ণনাগুলি রাষ্ট্রের বয়ানগুলির বিরুদ্ধ-বয়ান হাজির করে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির চাপিয়ে দেওয়া পুরুষতান্ত্রিক বাচন এবং শোষণকে-ন্যায্যতা-দেওয়া বাচন যেভাবে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ক্রিয়াশীল থাকে, রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের অনুসারী উপন্যাস যেভাবে দ্রোহসময়কে চিনতে শেখায়, সন্দর্ভে আলোচিত একাধিক উপন্যাস তার বিরুদ্ধ-বাচনের উপাদানগুলি উপস্থিত করে। এক্ষেত্রে কথকের দৃষ্টিভঙ্গি, বাস্তবানুগ বিবরণ, আখ্যানের ভাষা ইত্যাদির পাশাপাশি তথ্যাশ্রয়ী আখ্যানের নীতিও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

'মহাকালের রথের ঘোড়া' উপন্যাসে রুহিতন তার আদিবাসী জাতিসত্তার পরিচিতিতে ক্রমশঃ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে- মতাদর্শগত রাজনৈতিক ভিত আখ্যানে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে ব্যক্তিগত হতাশা-পরাজয় মুখ্য হয়ে ওঠে। 'অগ্নিগর্ভ'-র বসাই টুডু এবং দোপদী মেঝেনের আদিবাসী সত্তার পরিচিতি এবং শ্রেণি-রাজনীতি পরিপূরক হয়ে ওঠে- রুহিতন কুর্মির মতো হতাশ, নিঃসঙ্গ নয় তারা। নিপীড়িত জনজাতির জৈব-নেতৃত্ব হয়ে ওঠে বসাই, দোপদী। কিন্তু রুহিতন কুর্মির এমন নির্মাণ করেন নি আখ্যানকার। এই বিপ্রতীপ অবস্থানকে প্রতিষ্ঠা দিতে বসাই টুডুর উত্থাপিত রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি এবং 'দ্রৌপদী'-র অন্তর্ঘাতী বাচন আখ্যানের রাজনৈতিক ভিত নির্মাণ করে। বসাই টুডু কমিউনিস্ট পার্টির শ্রেণিগত বিচারের একমাত্রিক পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে বর্ণগত শোষণের অনুশীলনকে প্রত্যাহ্বান জানাচ্ছেন। অমূল্য আব্রাহাম, কালী সাঁতরা অনেক সংশয় পেরোতে পেরোতে অবস্থান নিতে চাইছেন- তাতে রাজনৈতিক উপন্যাসের সজীবতা বাড়ছে। রাজনৈতিক উপন্যাস সাহিত্যক্ষেত্রে অন্তর্ঘাতী বয়ান রাখতে

পারছে। দেবেশ রায়ের বৃত্তান্তগুলির কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে ওঠে নিম্নবর্গের এমন মানুষেরা, যাদের অস্তিত্ব বাস্তবে ও সাহিত্যে বিপন্ন ছিল (অথবা অস্তিত্ব ছিলই না প্রায়)। এদের কেউ অস্তিত্বের সন্ধানে শাসকের উন্নয়ন-প্রকল্পকে প্রত্যাখ্যান করে, কেউ অবজ্ঞাত-অস্তিত্বের সমস্ত 'না' জড়ো ক'রে শাসক-মতাদর্শের প্রকল্পনাগুলিকে নস্যাৎ ক'রে দেয়। চ্যারকেটু-খেতখেতু, বাঘারু-মাদারির মা, কেলু-রাধিয়া আধুনিক ভারতরাষ্ট্রের আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষমতাকাঠামোকে চেনায়। ঔপন্যাসিক কখনও 'উপন্যাসে নথির সংক্রমণ' ঘটিয়ে, কখনও কথকের সঙ্গে কুশীলবদের ও পাঠকের বিচ্ছেদ চিহ্নিত ক'রে দেশকালের স্বরূপ আখ্যানবদ্ধ করেন। উপন্যাসের পুরনো মডেল দিয়ে এই দেশজ অন্বেষণকে ধরা যায় না বলেই উপর্যুক্ত ঔপন্যাসিকরা বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে নবায়নের কৌশল খুঁজেছেন। 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত'-র বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ১৯৮০-র দশকের নিস্তরঙ্গ নিরাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক 'বিষয়ীসত্তা' হয়ে আখ্যানকে দিশা দিতে সক্ষম হয়। রাজনীতিজারিত ইতিহাসধৃত সময়ে ব্যক্তিমানুষকে খোঁজাই যদি উপন্যাসের অন্বিষ্ট হয়, তাহলে সেই কাজটিই করেন দীপেন্দ্রনাথ, দেবেশ, নবারুণ, আখতারুজ্জামান। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৬৯-র গণঅভ্যুত্থানকে শুধুমাত্র মধ্যবিত্ত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ রাখেন না। আনোয়ারের তত্ত্ববিশ্ব গ্রামীণ রাজনৈতিক অনুশীলনের পরিসরে তাল মেলাতে পারে না, ওসমানের চেতনায় আধিপত্য করতে থাকে খিজির। চেংটু, আলিবক্সদের রাজনৈতিক ভাষ্য প্রত্যন্ত জনসমাজের গভীর প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন ঘটায়। নিরাজনৈতিক আখ্যানের আধিপত্যের যুগে উপর্যুক্ত ঔপন্যাসিকদের লেখা আখ্যানে রাজনৈতিক উপাদানগুলি সময়ের অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে। শাসক মতাদর্শ সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। এই উপন্যাসগুলি শাসক-মতাদর্শ-নিয়ন্ত্রিত ছক ভেঙে দেয়। আখ্যানের গড়নগঠন, ভাষা, বিষয়বস্তু সবকটি ছক কীভাবে প্রত্যাহ্বায়িত হয়, সন্দর্ভে তা বিশ্লেষণ করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম, "আখ্যানধর্মে বিবর্তন-বৈশিষ্ট্য, নতুন উপাদানসমূহ এবং প্রত্যাহ্বানের ধরন"। রাজনীতিকেন্দ্রিক বাংলা আখ্যানের গড়ন-গঠন বিশ্লেষণ রয়েছে এই অধ্যায়ে। দেবেশ রায়, নবারুণ ভট্টাচার্য, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য আখ্যানকাররা কীভাবে উপন্যাসের গড়ন-গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর ঘটাচ্ছেন? কী বলা হচ্ছে, কীভাবে বলা হচ্ছ এই দু'টি মূলগত প্রশ্নের থেকেও কি কে বলছে তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে? আর, 'কে বলছে' তাতে দৃষ্টিনিবদ্ধতা (focus) কেন্দ্রীভূত বলেই কি প্রচলিত আখ্যানধর্ম প্রত্যাহ্বায়িত (challenged) হচ্ছে?

এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, 'ক্ষুধা' কীভাবে রাজনৈতিক আখ্যানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে। 'খোয়াবনামা', 'মফস্বলি বৃত্তান্ত', 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', 'চিলেকোঠার সেপাই', 'কমুনিস' ইত্যাদি উপন্যাসে এবং অন্য কিছু আখ্যানে ক্ষুধাবর্ণনার ভাষা এবং ক্ষুধা নিবৃত্তির বর্ণনা রাজনৈতিক অনুষঙ্গে জড়িত। 'খোয়াবনামা'-র তমিজের বাপের গোগ্রাসে খাওয়া, কুলসুমের ক্ষুধা ভুলতে চেয়ে নিজের বমি বারবার গিলে ফেলা কিংবা 'মফস্বলি বৃত্তান্ত'-তে না-কাটা ধানক্ষেতে শুয়ে উপোসী বালক বেঙ্গু-বৈশাখুর সংলাপের মধ্যে সাহিত্যের 'নান্দনিক' পরিসরের প্রত্যাশার দিগন্তকে বিস্তৃত করার বাস্তবানুগ চেষ্টা রয়েছে। সন্দর্ভে আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে 'ক্ষুধা' উপাদানটি পাঠকের পাঠপ্রক্রিয়া কি নতুন ধরনে বিন্যস্ত করে?

এর পরবর্তী অংশে বিশ্লেষণ করেছি 'কাঙাল মালসাট (২০০৩)' উপন্যাসে কীভাবে আধিপত্যমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আক্রমণ করা হচ্ছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আক্রমণ করার অন্তর্ঘাতী সাহিত্যধারা ঊনিশ শতক থেকে বিবর্তিত হয়েছে- 'কাঙাল মালসাট' তার উত্তরাধিকার বহন করছে। 'কাঙাল মালসাট' উপন্যাস যে কতগুলি প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করে তার মধ্যে রয়েছে- (১) রাষ্ট্র (২) পুলিশ ও প্রশাসন (৩) বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানসমূহ (৪) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (৪ক) ভদ্রলোকীয় পরিশীলিত সংস্কৃতি (৪খ) ভদ্রলোকীয় সাহিত্যভাষা ও সাহিত্যোপাদান

(৪গ) ঔপনিবেশিক ও বিশ্বায়নী সংস্কৃতি (৫) সংসদীয় রাজনৈতিক দলসমূহ এবং (৬) সামাজিক উচ্চবর্গ। বর্তমানের ঘটমান ও অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করতে অতীতের ফিরে ফিরে আসা কেন তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে? বাংলা সাহিত্যে অদ্ভুতরসের আখ্যানের যে ইতিহাস, তাতে নতুন কোন কোন উপাদান সংযোজন করছে 'কাঙাল মালসাট'? উপন্যাসের প্রধান কুশীলব ফ্যাতাড়ু-চোক্তাররা কেউই প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত নয় কিন্তু আখ্যানে তাদের কর্মকাণ্ড উচ্চবর্গীয় শ্রেণি-অবস্থান ও সামাজিক অবস্থানের বিরুদ্ধতা করে। প্রায় দেড়শো বছরের বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস ও আখ্যানেতিহাস যে ভদ্রলোক-মধ্যবিত্ত-শিক্ষিত সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক অভিজাতদের লালন করেছে, ফ্যাতাড়ু-চোক্তাররা তাদের নির্মমভাবে আক্রমণ করে। উপন্যাসের রাজনীতি এই আক্রমণের সার্বিক গভীরতা থেকে স্পষ্ট হয়।

এই অধ্যায়ের পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করেছি প্রগতিবাদ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ এবং মার্ক্সীয় সাহিত্যধারা নিয়ে। বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ইতিহাসে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের তাত্ত্বিক প্রয়োগ কী কী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল? গোর্কি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের প্রয়োগ যেমনটা চেয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রধান নায়ক (the principal hero) শ্রমজীবী হবে; শ্রমজারিত সেই নিষ্ঠ নায়ক একাধারে আধুনিক প্রকৌশলে দক্ষ হবে এবং "a person who, in his turn, So organizes labour that it becomes easier and more productive, raising it to the level of an art"- প্রগতিবাদী বাঙালি সাহিত্যিকরা হুবহু তেমন 'নায়ক' খুঁজে পেল কি? আখ্যানের প্রোটাগনিস্টদের ভাষা-রুচি-সংস্কৃতি প্রগতিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের যান্ত্রিক প্রয়োগকে প্রত্যাখ্যান ক'রে শাসকবিরোধী সামূহিক দ্রোহের প্রতিনিধি হয়ে উঠছে কীভাবে? বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে প্রগতি সাহিত্য ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদ থেকে বিপ্লবী সাহিত্যে উত্তরণের দ্বান্দ্বিক পথ কীভাবে প্রসারিত হচ্ছে? প্রগতিবাদী সাহিত্যধারা বাংলা উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপাদান সংযোজিত করেছে। ষাট-সত্তর দশকের আর্থ-রাজনৈতিক আন্দোলন পূর্বজ উপন্যাসনীতিতে বদল ঘটিয়েছে।

উপন্যাস নামক সংরূপের ভেতর থেকে বদল আসছে- প্রগতিবাদী সাহিত্যধারা বা আগের মার্ক্সীয় সাহিত্যঘরানা থেকে তার উপাদানগুলি তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। ইলিয়াস, মহাশ্বেতা বা দেবেশ মার্ক্সীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী কিন্তু তাঁরা কেউই মনোবাঞ্ছাগত ইচ্ছেপূরণ (wishful thinking)-এর কৌশল প্রয়োগ করছেন না। ফলে রাজনৈতিক উপন্যাসের নায়কনির্মাণের পদ্ধতিতে তাৎপর্যপূর্ণ বাঁকবদল হচ্ছে। প্রগতিবাদী পর্বে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের পর্বে নির্দিষ্ট গড়নগঠন বেছে নিয়েছিলেন ঔপন্যাসিকরা। নায়কনির্মাণের নির্দিষ্ট নীতিকৌশল বেছে নিয়েছিলেন তাঁরা। সত্তর-দশক পরবর্তী রাজনৈতিক উপন্যাস সেই নীতিকৌশলকে বিবর্তিত করল। বহু গুরুত্বপুর্ণ উপাদান তাতে যুক্ত হল। আধুনিক রাজনৈতিক উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট হিসেবে চিরাচরিত নায়কোচিত উপাদানগুলি ঝরে যাচ্ছে খিজির, তমিজ, দ্রোণাচার্য, হারবার্ট ও ফ্যাতাড়ুদের নির্মাণে। উপন্যাস অনেক বিরোধাভাসের সম্ভাবনার প্রকাশ। এই বিরোধাভাস প্রোটাগনিস্টদের মধ্যেও থাকে। 'হারবার্ট' উপন্যাসে একদিকে মৃত বাবুয়ানি অন্যদিকে শহরের আধুনিকমুখী বদলের বিরোধাভাস- মৃত বিনুর মতাদর্শের প্রতি হারবার্টের 'ট্রিবিউট' এবং যুক্তি-বিজ্ঞানকে অস্বীকার ক'রে 'মৃতের সহিত কথোপকথন' সমানতালে চলে। 'খোয়াবনামা'-র তমিজ আখ্যানের শুরু থেকেই শ্রেণিসচেতন, সংগ্রামাকাঙ্খী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। তার চেতনার স্তর একরৈখিক গতিতে এগোয়নি। তেভাগা আন্দোলনরত বর্গাচাষীদের প্রথমে 'উপদ্রব' মনে করলেও, আখ্যানের গতিপথে তার চেতনার স্তর উন্নীত হয়েছে। পেশাবদল হয়েছে, শ্রেণিসচেতনতা এসেছে, কৃষিকেন্দ্রিক আকাঙ্খার বদল হয়েছে এবং লড়াইবিমুখ থেকে লড়াকু কৃষকে পরিণত হয়েছে। ওসমানের অনেক মধ্যবিত্তসুলভ দুর্বলতার সঙ্গে শাসকবিরোধী অতিসক্রিয় আচরণের বিরোধ তৈরি হয়। ওসমানের কামনা-বাসনা, স্মৃতিকামুকতা এবং প্রলাপবদ্ধ দুর্বলতা চিলেকোঠার এক নিধিরাম সর্দারের অসহায়তাকে প্রকট করে। লুম্পেন-প্রলেতারিয়েত খিজির মহাজনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূত্রে রাষ্ট্রবিরোধী হয়ে ওঠে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অনুপ্রবেশ চিহ্নিত করতে পারে কিন্তু সেই খিজিরের বহু আচরণ পুরুষতান্ত্রিক, সে চুরি করে। খিজিরের সঙ্গে জুম্মনের

মায়ের সম্পর্ক মধ্যবিত্তসুলভ ভালবাসা-ঝগড়ার ছক ভেঙে বেরিয়ে আসে। আদর্শ প্রগতিবাদী বা মার্ক্সবাদীর মতো লিঙ্গসাম্যের ধারণা কিংবা নাস্তিকতার আদর্শ ইলিয়াসের আখ্যানের কুশীলবদের মধ্যে নেই। তাদের শ্রেণিচেতনা এবং দ্রোহস্বর সামাজিক ও ব্যক্তিগত জটিল আবহের দ্বন্দ্বের ভাঙন-গড়নের মধ্যে দিয়ে অবয়ব পাচ্ছে। ঔপন্যাসিক মতাদর্শ ও একবাচনিক আখ্যানকৌশল দিয়ে এইসব চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেন না বরং ঔপন্যাসিক সংশয়ে ভোগেন জ্যান্ত কুশীলব নির্মাণে। আর্থ-রাজনৈতিক ও সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির আখ্যানস্থ প্রতিফলন সেই সংশয় প্রকট করে। মানুষের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের নিরন্তর রণক্ষেত্র হিসেবে উপন্যাসের বিবর্তন ঘটছে পুরনো উপন্যাসচেতনাকে বদলাতে বদলাতে।

পরবর্তী উপ-অধ্যায় উপন্যাসের 'আঞ্চলিকতার' রাজনীতি এবং 'বৃত্তান্ত'-র নির্মাণ অনুসন্ধান। সতীনাথ ভাদুড়িই 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' লিখলেন নিম্নবর্গের যাপন নিয়ে এবং উপন্যাসের পটভূমি স্থাপিত করলেন বাংলার বাইরের এক গ্রামে। আখ্যানস্থ পরিসরে শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকবৃত্তের প্রবেশধিকার থাকল না অথবা সেই প্রবেশ আধিপত্যমূলক হল না। নিম্নবর্গের যাপন, লোকাচার, বিশ্বাস এবং ঐহিক-দেবত্বে উত্তরণ অবতরণের ভাষা আখ্যানের প্রতিটি পরত নির্মাণ করল। 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' বাংলা উপন্যাসের স্বীকৃত গড়নগঠনকে প্রত্যাখ্যান ক'রে কাহিনি বিন্যাসের নতুন রাজনীতির প্রস্তাবনা করল। কয়েক দশক পরে বাঘারু, চ্যারকেটু, কেলুদের স্বরে ভারতবর্ষের প্রান্তিকতমদের সঙ্গে ভদ্র-সুধীজনের অনপনেয় দূরত্ব, বোধগম্যতার ফারাকগুলি প্রতীয়মান হল। ভূমি-সংস্কার ও বামফ্রন্ট শাসনের বাস্তবতার ভেতর থেকে চ্যারকেটু-খেতখেতুর অসহায় কৃষকসত্তা বেরিয়ে পড়ে। গয়ানাথ জোতদারের উৎপাদন-মালিকানা এবং বাঘারুর ভূমিহীন দাসত্ব আধুনিক রাজনৈতিক আবহে বিরোধাভাস তৈরি করে। উন্নয়নের সঙ্গে প্রকৃতির বিরোধ, উন্নয়নের সঙ্গে মানুষের বিরোধ, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের বিরোধ এবং ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে প্রান্তিকতমের বিরোধ 'বৃত্তান্ত'গুলির শিরদাঁড়া। আর, ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির ভদ্রজন এতকাল বাঘারু, চ্যারকেটু, কেলুকে যে ছকে দেখতে চেয়েছে ও দেখাতে চেয়েছে, তাতে অন্তর্ঘাত ঘটে। এতদিনের পাঠকবৃত্তের ও

লেখকবৃত্তের জ্ঞান এবং অনুসন্ধানের যে নিরুপায় সীমাবদ্ধতা, তারই প্রতীক বাঘারু, মাদারির মা, চ্যারকেটুরা। 'আঞ্চলিক উপন্যাস' তকমা দিয়ে মূলবৃত্তের উপন্যাসের থেকে ভিন্ন বিষয়ের উপন্যাসকে প্রান্তিক ক'রে দেওয়ার ভদ্রলোকীয় চেষ্টা বহু দশকের। যে আখ্যানে শহুরে মধ্যবিত্তের যাপন, তাদের আকাঙ্খা-ব্যর্থতা, তাদের প্রমিত-অপ্রমিত মূল্যবোধ এবং তাদের সামাজিক-রাজনৈতিক উপাদান নেই, সেগুলিকেই 'আঞ্চলিক' বর্গভুক্ত করার প্রবণতা রয়েছে। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', 'মফস্বলি বৃত্তান্ত', 'ঢোঁড়াইচরিত মানস' এই প্রবণতার রাজনীতিকে প্রত্যাহ্বান জানায়। এই উপন্যাসগুলির আখ্যানস্থ কেন্দ্রীয় মানুষদের অনুভূতি 'অসংস্কৃত' নয় এবং মান্যভাষা-উপভাষার উন্নাসিক মেরুকরণ দিয়ে আখ্যানগুলির বহুস্তরীয় ভাষাবিন্যাসকে মাপা যায় না। উপর্যুক্ত উপন্যাসগুলি নিছক 'আঞ্চলিক উপন্যাস' নয় কারণ শুধুমাত্র দেশকালপরিধিকে বাইরে থেকে আধার হিসেবে চিহ্নিত করেই কথকের ও আখ্যানের দায় ফুরিয়ে যাচ্ছে না, বরং তা অন্তর্বস্তুর গভীরে প্রবিষ্ট হচ্ছে। আঞ্চলিকতা ও উপন্যাসের অন্তর্বস্তু যেখানে রাজনৈতিক অনুশীলনের সঙ্গে একীভূত, সেই আখ্যানকে 'আঞ্চলিক উপন্যাস' বর্গে জোর ক'রে টেনে আনা সাহিত্যের রাজনীতির এক বিশেষ বাচন। কেন্দ্র-প্রান্ত সম্পর্ক দিয়ে 'অপর'জনের সাহিত্য বিশ্লেষণের পদ্ধতি প্রচলিত। এতদিনের কেন্দ্র-প্রান্ত সমালোচনাতত্ত্ব বিপন্ন হয় যখন 'বাইরের থেকেও বাইরে' অবস্থান সূচিত হয় কেলুদের।

এই অধ্যায়ের শেষ পর্বে বাংলা তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাসের বিশ্লেষণ করেছি। তথ্য-আখ্যান কীভাবে আখ্যানের কল্পনাপ্রবণতাকে প্রশ্ন করে এবং কুশীলবদের স্বরের ন্যায্যতা (justification) খোঁজার চেষ্টা করে? পাঠককে পাঠমুহূর্তে সচেতন ক'রে দেয় আখ্যানে বর্ণিত ঘটনার বাস্তবভিত্তি সম্পর্কে। লেখক ও পাঠক উভয়ের দ্বারা স্বীকৃত একটা সাধারণ বাস্তবতা রয়েছে- উপন্যাসের সত্যকে উপলব্ধি করার প্রেক্ষিত রয়েছে। এই 'সত্য' কি সমাজের সমস্ত শ্রেণি আর সামাজিক স্তরের মানুষের কাছে এক ও অভিন্ন? কোনও এক নির্দিষ্ট কালস্থানের বাস্তবতাকে আখ্যানস্থ ক'রে লেখক সেই সত্যে পৌঁছতে চান পাঠককে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু, শাসকের সত্য ও শাসিতের সত্য এক হতে পারে কি? বাংলা রাজনৈতিক

সাহিত্যে তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাস-গল্পের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি- (ক) বাস্তবের রক্তমাংসের কোনও মানুষের নাম ও কর্মকাণ্ড সরাসরি তথ্যসহ আখ্যানে উপস্থাপন। (খ) সাল-তারিখের উল্লেখ, যে সাল-তারিখ বাস্তবের পাতা থেকে তুলে আনা; অর্থাৎ পাঠক আখ্যানে উল্লিখিত ঘটনার সাল-তারিখ নিয়ে খোঁজ করলে, তা সত্যের সাক্ষ্য দেবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা, 'তুচ্ছাতিতুচ্ছ' ব্যক্তি বা নিপীড়িত কোনও সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনও কাহিনী সাল-তারিখ-প্রামাণ্য তথ্য সমেত আখ্যানে অন্তর্ভুক্তি। (গ) সংবাদপত্রের কোনও খবর বা প্রতিবেদন বা প্রকাশিত প্রবন্ধ সরাসরি আখ্যানে উল্লেখ করা। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ বাস্তবতার ভিত্তিতে, এটা ধরে নেওয়া অবশ্যকর্তব্য। (ঘ) বাস্তবে লেখা কোনও চিঠি, সরকারি বিবৃতি, প্রামাণ্য দলিল, ব্যক্তিগত দিনলিপি অথবা সাক্ষাৎকার সরাসরি আখ্যানে উপস্থাপনা কিংবা কুশীলবদের বাচনে তার ন্যায্যতাপ্রাপ্তি। মহাশ্বেতা দেবীর 'অগ্নিগর্ভ'-র মধ্যেও তথ্য দিয়ে আখ্যানের কাল্পনিকতাকে নাকচ করা অথবা কথকের স্বরকে ন্যায্যতা (justify) দেওয়ার চেষ্টা প্রতীয়মান। দেবেশ রায়ের 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত'-তে আদালতের ফাইল ও পুলিশি নথির সরাসরি উল্লেখ এবং সাল-তারিখের বাস্তবানুসারী উল্লেখ রয়েছে। 'যুদ্ধ পরিস্থিতি'-তে অধিকাররক্ষা সমিতির নথি ও বই থেকে ঘটনার সরাসরি উল্লেখ রয়েছে। 'আটটা নটার সূর্য' উপন্যাসে রাজনৈতিক নথি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের চিঠি এবং প্রকাশিত প্রতিবেদনের উল্লেখ লক্ষ্যণীয়। তথ্যাশ্রয়ী আখ্যানে প্রচলিত পন্থার বাস্তব ও সত্যের ধারণার উপস্থাপনা থেকে সরে এসে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাস্তবতা, ব্যক্তিগত সত্যোপলব্ধি, ব্যক্তির সত্য ইত্যাদি তুলে ধরছে। তথ্য যখন কাল্পনিকতার থেকেও আরও বেশি কাল্পনিক বলে মনে হচ্ছে, তখন কাল্পনিকতা ও তথ্যধর্মীতার নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে আখ্যানে। উত্তর-সত্য যুগে তথ্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- রাজনৈতিক উপন্যাস শাসকশ্রেণির মতাদর্শকে প্রত্যাহ্বান ক'রে বিশেষ কোনও ঘটনাকে আখ্যানস্থ করতে চাইলে তথ্যাশ্রয়ী উপন্যাসকৌশল প্রয়োজনীয় অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম- "বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসের ভাষা, নিম্নবর্গের প্রতিরোধ এবং আখ্যানের নবায়ন"। এই অধ্যায়ে রাজনৈতিক উপন্যাসের ভাষাগত নির্মাণ বিষয়ে আলোচনা করছি- ভাষা কীভাবে রাজনীতির প্রতিফলন ঘটায়? আখ্যানের মধ্যে ক্রিয়াশীল ভাষার বহুস্তর, বহুস্বর (Polyphony), দ্বিবাচনিকতা (Dialogism) একটা রাজনৈতিক পাঠে একইসাথে শ্রেণি, বর্ণ ও প্রান্তিকতার আলাদা পাঠনির্দেশ দেয়। নবারুণের 'হারবার্ট' ও 'কাঙ্গাল মালসাট'-এ সেই ভাষাপার্থক্য আরও স্পষ্ট কারণ, সেখানে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতিকে সচেতন আঘাত করা হচ্ছে। ঔপন্যাসিক নিজের শ্রেণি থেকে বেরিয়ে অন্য শ্রেণির মানুষ, তাঁদের ক্ষোভ-হতাশা-যাপন নিয়ে লিখছেন- বাংলা উপন্যাসে এ কিছু নতুন নয়। কিন্তু, অন্য শ্রেণির জীবন নিয়ে লিখলেও, যে ভাষায় তিনি লিখছেন/লিখেছেন তাতে তাঁর স্বশ্রেণির চেতনা থেকে বাকি ইতিহাস ও সমাজ বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়। পাঠক সমাজের কাছে সেই ভাষা, স্বর ও বোধ চেনা, তাতেই অভ্যস্ত পাঠক। আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এখানেই স্বতন্ত্র- তেভাগা আন্দোলন ও দেশভাগের সংকটে নিম্নবর্গীয় তমিজ, বৈকুণ্ঠ বৈরাগী, কেরামত আলি, তমিজের বাপের আকাঙ্খা-স্বপ্নভঙ্গ-বয়ান উপস্থাপিত হয়। ভদ্রলোক মধ্যবিত্তের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা দেশভাগ-দাঙ্গা এবং তেভাগা আন্দোলনের বয়ানকে প্রত্যাখ্যান ক'রে তাঁদের বয়ান প্রতিষ্ঠিত করেন ইলিয়াস। বাঘারুর উচ্চারণ ও ততোধিক না-উচ্চারণ আমাদের অভ্যস্ত পাঠরীতিকে বিপর্যস্ত করে। মহাশ্বেতা দেবীর 'অপারেশন? বসাই টুডু' বা 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসে শাসক শ্রেণির বয়ান, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কথকের বয়ান (অমূল্য আব্রাহাম, কালী সাঁতরা) ও প্রান্তিকায়িত বিদ্রোহীর বয়ান স্বতন্ত্র; 'অরণ্যের অধিকার' এক সামূহিক বাচনকে প্রতিষ্ঠিত করে।

সাহিত্য নির্মিত হয় সত্য এবং কাল্পনিকের মধ্যে। যে ভাষা শাসকের মতাদর্শকে বহন ক'রে চলে, সাহিত্যভাষা কি তার পক্ষে থাকে নাকি বিরুদ্ধে? কীভাবে সেই প্রতিস্পর্ধার ভাষা নির্মাণ হয়েছে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে? আমাদের দৈনন্দিনের ভাষার শুদ্ধরূপ থাকে সাহিত্যের ভাষায়। 'সাহিত্যের ভাষা' হতে হয় এমনই, যাতে তা মান্যতা, শুদ্ধতা মেনে চলে। শাসক যেমনভাবে চায়

সাংস্কৃতিক আধিপত্য বজায় রাখতে, তেমনভাবেই ভাষাকে গড়ে তোলা হয়। প্রতিটি 'মূল' ধারার সাহিত্যে সেই প্রথা মেনে চলে। কিন্তু, পিয়েরে ম্যাশেরের মতে, সাহিত্যের ভাষা শাসকের মতাদর্শ দ্বারা নির্মিত ভাষাকে ভাঙ্গচুর করে, তাকে বদলায়। তখন আর সেই সাহিত্যভাষায় শাসকের প্রভাব থাকে না, থাকে বিরুদ্ধ মতাদর্শের, শোষিত শ্রেণির প্রভাব। সন্দর্ভে আলোচ্য উপন্যাসগুলির ভাষাকাঠামোকে এই আলোতে দেখতে পারি আমরা? এই উপন্যাসগুলি পাঠককে তার 'কম্ফর্ট জোন' বা স্বস্তিক্ষেত্র থেকে বের ক'রে আনে ভাষাগত নির্মাণের মধ্যে দিয়ে এবং চেনা প্রত্যাশার দিগন্ত বিস্তৃত করে চলে। সামাজিক বৈষম্য, শ্রেণিবৈষম্য ও সংস্কৃতিগত বৈষম্যের জন্য আধিপত্যকারী গোষ্ঠী ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। ক্ষমতাকাঠামোর উচ্চস্থানে থাকা গোষ্ঠী তথা শাসকশ্রেণি নিজেদের শাসনের স্বার্থে ভাষার প্রমিত-অপ্রমিত, শিষ্ট-অশিষ্ট, ভালশব্দ-অপশব্দ ইত্যাদি বয়ান প্রতিষ্ঠা ক'রে 'মান্য' ভাষাপ্রকল্প গড়ে নিতে চায়। সন্দর্ভে আলোচিত বাংলা উপন্যাসগুলির ভাষা শুধুমাত্র প্রমিত, মান্য, প্রচলিত সাহিত্যের ভাষার গণ্ডিতে আটকে থাকছে না। সত্তর দশকের পরবর্তী বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে কুশীলবদের শ্রমজারিত ও সংস্কৃতিজারিত চেতনার ভাষা প্রাধান্য পেল- 'মান্য সাহিত্যভাষা'-র গণ্ডি ভেঙ্গেচুরে প্রসারিত করল। মহাশ্বেতা, দেবেশ, আখতারুজ্জামানের উপন্যাসে দেশীয় নাগরিকদের বহুস্তর থেকে উঠে আসা বহুমাত্রিক ভাষা উপন্যাসের পরিসরে অনায়াসে মিশে গেছে। 'উপভাষা', 'অপশব্দ' ইত্যাদি যাবতীয় তকমাকে অগ্রাহ্য ক'রে ভাষার সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে হাজির হয়েছে। মধ্যবিত্তের, ভদ্রজনের এঁচে দেওয়া ভাষার নিয়মনীতি সচেতনভাবে অবজ্ঞা ক'রে ও লঙ্ঘন ক'রে শিল্পসংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজছেন সন্দর্ভে আলোচিত ঔপন্যাসিকরা। বহুস্তর, বহুশ্রেণি, বহুবর্ণে বিভক্ত দেশজ মানুষের প্রত্যেকের চেতনার মানে বিভিন্নতা আছে বলেই আখ্যানের ভাষা রাজনীতিগত বিশুদ্ধি মেনে কুশীলবদের মুখে বসতে পারে না। ফ্যাতাড়ুদের ভাষা মান্যভাষার নিয়মনীতিতে অন্তর্ঘাত ঘটায়। মার্ক্সীয় সাহিত্যের ভাষাপ্রকল্পেও তা 'বেমানান'। নবারুণ, দেবেশ, ইলিয়াস মার্ক্সবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী কিন্তু তাঁদের সাহিত্যের ভাষা প্রথাগত মার্ক্সীয় সাহিত্যের ছুঁৎমার্গকে তোয়াক্কা করে না। বসাই টুডুর রুক্ষ, অমার্জিত,

অপ্রমিত ভাষা প্রগতিশীল ছাঁদে এঁটে থাকে না, ঔপনিবেশিক আখ্যানপ্রকল্পে আঁটে না এবং কথক-ভাষা-সত্য এই ত্রিস্তম্ভের নবায়ন ঘটিয়ে দেয়। নিছক কিছু বিশিষ্ট-শব্দবন্ধ (jargon) বা বাচনভঙ্গি না, সমগ্র ভাষাকাঠামোর বহুমাত্রিক সত্তা প্রতিফলিত হচ্ছে এঁদের লেখায়। ভাষার রাজনীতিকে উপন্যাসে স্পষ্ট করছেন সন্দর্ভে মূলতঃ আলোচিত চার জন লেখকই- কিন্তু, আমাদের চেনা-জানা দৃষ্টিভঙ্গির বিপরিচিতিকরণ ঘটিয়ে। 'চিলেকোঠার সেপাই', 'অগ্নিগর্ভ', 'কাঙাল মালসাট' ইত্যাদি উপন্যাসের কথক অনেকক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নিস্পৃহ অবস্থান পালন করছে না। কথকের ব্যাঙ্গাত্মক বাক্যযোজনা, বিষাদপূর্ণ রসিকতা (dark humour) এবং পর্যবেক্ষণের গভীরতা আখ্যানকে রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা দিচ্ছে। আখ্যানকৌশলে দৃষ্টিকোণের ব্যবহার বদলে অন্তর্ঘাতী কথন নির্মিত হয়। কথকের দৃষ্টিভঙ্গি কথনবিশ্বের একমাত্র পরিচায়ক হয়ে থাকছে না।

সংস্কৃতিচর্চা ও ভাষা নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর শ্রমের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলেই এগুলি উপরিকাঠামোর অংশ না, বরং উৎপাদনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। মধ্যবিত্তের সঙ্গে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর প্রকাশভঙ্গি, ভাষা-সংস্কৃতির উপাদানগুলির তফাৎ রয়েছে। এবং, ভাষার প্রতিরোধ রয়েছে। বহুস্তরীয় সমাজের নিষ্ঠ পর্যবেক্ষক এগুলি অনুধাবন ও উপস্থাপনা করেন। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কমুনিস' উপন্যাসে দ্রোহযাপনের ভাষায় বেলেঘাটার রাস্তা জড় থেকে জীবন্ত হয়ে ওঠে, শহরের রাতের নিজস্ব ভাষা মূর্ত হয়। 'খোয়াবনামা'-র ভাষা শোলোক, খোয়াব, গণসঙ্গীত ও প্রবহমান মুখফেরতা কাহিনি দ্বারা পুষ্ট হয়। উচ্চবর্গীয় বাচন ও ইতিহাসনির্মাণের প্রতিস্পর্ধী বাচন এই উপাদানগুলি থেকে গড়ে ওঠে। 'চিলেকোঠার সেপাই'-এর হাড্ডি খিজিরের ভাষা মহাজনের বিরোধিতা থেকে রাষ্ট্রবিরোধিতায় উত্তীর্ণ হয়। জুম্মনের মায়ের ভাষার বহুস্তরীয় গঠন থেকে প্রতিবাদী সত্তার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায়। মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যভাষায় 'কাঁউটার কর্, লেঃ কাঁউটার কর' এক হিংসাত্মক ভাষা, যা শ্রেণিবৈষম্যমূলক, লিঙ্গবৈষম্যমূলক ও বর্ণবৈষম্যমূলক সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ন্যায্যতা দেয়। বসাই টুডু সরাসরি বাবুশিক্ষা, বাবুসংস্কৃতির বিরুদ্ধবাচন হাজির করে। তার শরীরী ভাষার 'হিংস্র' অভিব্যক্তি, তার

যুদ্ধকৌশল সূচিত করার দ্রোহাত্মক ভাষা শ্রেণিশোষণ ও বর্ণশোষণ টিঁকিয়ে রাখার প্রাতিষ্ঠানিক বাচনের প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। 'যুদ্ধ পরিস্থিতি'-র আখ্যানের কালক্রম একরৈখিক না। রণজয়ের বিপর্যস্ত চিন্তাসূত্র এবং স্মৃতিজারিত দ্রোহভাষা নব্বই দশকের সর্বব্যাপী বিশ্বায়িত সংস্কৃতিকে প্রতিরোধ ক'রে চলে। রাজনৈতিক দ্রোহসত্তাবিশিষ্ট রণজয়ের স্বর অন্যান্য কুশীলবের স্বরের থেকে স্বতন্ত্র। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-র বাঘারুর প্রতিটি 'না' এক প্রত্যাখ্যানের ভাষার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করায়। ভদ্রলোকীয় অভিধানে যে প্রমিত ভাষা নেই, উচ্চবর্গের আর্থ-রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যে ভাষা বেমানান, এমনকি বৃত্তান্তের শেষ পাতায় লেখক নিজেও যে ভাষা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করে নেন সর্বজ্ঞ কথকের অবস্থান ভেঙে, সেই ভাষা প্রগতিবাদী থেকে রাজনৈতিক সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনের পথে উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে থাকে। উপন্যাসের নবায়নের (Novelization) যে লক্ষণগুলি আখ্যানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ভাষার নিয়ত নবীকরণের হদিশ তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যান্য সাহিত্য-সংরূপের মধ্যে উপন্যাসই সবচেয়ে নমনীয় এবং উদার, তাতে নির্দিষ্ট সাহিত্যভাষার বহির্জগৎ থেকে বহুস্তরীয় বহুস্বরের শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়।

দ্বিতীয় উপ-শিরোনাম 'কথক ও কথন'- এই পর্বে আখ্যানকৌশলের বিভিন্ন তত্ত্বের সঙ্গে সন্দর্ভে আলোচিত উপন্যাসগুলির মিল ও অমিল আলোচিত হয়েছে। ইউরোপীয় উপন্যাস মডেল মেনে নিয়ে অথবা তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে আখ্যানের নতুন কোনও মডেলের দিশা দেখাতে পারছেন কি সন্দর্ভে আলোচ্য লেখকেরা? পরবর্তী পর্বে 'আখ্যানের ভাষা, মিথ ও প্রতিরোধের সন্ধান' শিরোনামে মিথ ও মৌখিক সাহিত্যের দ্বারা বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রতিরোধের যে বয়ান নির্মিত হচ্ছে, তার অনুসন্ধান করেছি। ভারতীয় নিম্নবর্গের তাত্ত্বিক-সংজ্ঞায়ন এবং সাহিত্যে নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি কীভাবে সম্পর্কিত? উচ্চবর্গের সামাজিক-রাজনৈতিক নিয়ম-আইনের ভাষার সঙ্গে নিম্নবর্গের সামগ্রিক অস্তিত্বের অনতিক্রম্য দূরত্ব থাকে- উক্ত ঔপন্যাসিকেরা আখ্যানের ভাষায় কীভাবে সেই দূরত্ব উপস্থাপিত করছেন? প্রতিরোধী বয়ানের উপস্থাপনায় ভাষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। পরবর্তী উপ-অধ্যায়ে "আখ্যানে 'শরীরের রাজনীতি'" খুঁজে দেখেছি। শ্রেণি, বর্ণ ও লিঙ্গগত

শোষণের অন্যতম প্রধান মাধ্যম দেহ/শরীর। উচ্চবর্গ ও ক্ষমতাকাঠামোর উচ্চতর স্তর এই দেহ/শরীরকে ব্যবহার করে শোষণসম্পর্ক গতিশীল রাখতে। উপর্যুক্ত রাজনৈতিক ঔপন্যাসিকরা কীভাবে এই রাজনীতিকে আখ্যানে চিহ্নিত করেন এবং শোষিত মানুষের শরীর/দেহ প্রতিরোধের ভাষা জাহির করতে পারে? পরবর্তী পর্বে 'হারবার্ট', 'কমুনিস' ও 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে বর্ণনাকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি অনুসন্ধান করেছি। প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যের বিপ্রতীপে ব্যতিক্রমী ভাষাদর্শন বাংলা উপন্যাসের রাজনীতিকে প্রগতিমুখী করছে। এর পরের পর্বে খুঁজতে চেয়েছি যে, আখ্যানপরিসরে উচ্চবর্গ বনাম নিম্নবর্গ এবং ভদ্রলোক বনাম অভদ্রলোক সংস্কৃতির পার্থক্য কীভাবে রাজনৈতিক বাচনের অভিমুখ পাচ্ছে। এর পরে 'সাহিত্যের রাজনীতি ও ভাষা' পর্বে উপর্যুক্ত ঔপন্যাসিকদের লেখা উপন্যাসে বিভিন্ন ভাষাস্তর সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আখ্যানের গড়নগঠনকে এই ভাষাস্তরীয় প্রভেদ কীভাবে প্রভাবিত করছে? আখ্যানস্থ কুশীলবদের ক্ষেত্রে শহুরে ভদ্রলোকীয় ভাষাস্তরের সঙ্গে নিম্নবর্গীয় ভাষাস্তরের দূরত্ব কীভাবে উদ্ঘাটিত হচ্ছে? 'নৈতিকতা, মূল্যবোধ, 'ভদ্রলোক'-এর অভিজ্ঞানঃ আখ্যানের ভাষা' পর্বে বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসে দীর্ঘকালব্যাপী গড়ে ওঠা নৈতিকতা, মূল্যবোধের প্রয়োগ নিয়ে বিশ্লেষণ ক্রেছি। খিজিরের উত্তরণ ঘটে দিশাহীন শ্রেণিচেতনাহীন 'ব্যক্তি' থেকে শাসকবিরোধী সামূহিক দ্রোহের 'প্রতিনিধি' হিসেবে, এমনকি আদর্শের জন্যে সে প্রাণও দেয়। তবু, তার ভাষা-আচরণ-চেতনা সমাজতান্ত্রিক মডেলের থেকে অনেক বেশি নৈরাজ্যবাদপ্রবণ। ফ্যাতাড়ুরা শহুরে নিম্নবর্গের ভাষা-সংস্কৃতির প্রতিনিধি হয়েও শ্রমজীবী শ্রেণির প্রতিভূ নন। তাঁদের ভাষা-রুচি-সংস্কৃতি উপনিবেশিত মূল্যবোধকে (ভিক্টোরিয় মূল্যবোধ) এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক শাসকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মূল্যবোধকে প্রবল আক্রমণ করে। অথচ তারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাবাদের খাপে কিংবা প্রগতিবাদের খোপেও আঁটে না। ভদ্রলোকের জন্য নির্মিত এবং ভদ্রলোকদ্বারা পালিত নৈতিকতা-মূল্যবোধ বাংলা রাজনৈতিক উপন্যাসকে দীর্ঘ সময় আচ্ছন্ন রেখেছে। বামপন্থী ঔপন্যাসিকদের সৃষ্ট আখ্যানে এই নৈতিকতা-মূল্যবোধের উপাদানগুলি অনেক ক্ষেত্রে অবিকল থেকেছে। শ্রেণিসংগ্রামের রাজনীতির বৈশিষ্ট্যগুলিকে

আখ্যানে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁরা। আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বের অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে তাঁদের লেখা আখ্যান। কিন্তু, আখ্যানের প্রোটাগনিস্টরা মধ্যবিত্ত-ভদ্রলোকসুলভ নৈতিকতা-মূল্যবোধ আঁকড়ে থেকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই নিম্নবর্গীয় কুশীলবদের দেখতে চেয়েছে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো রাজনীতিসচেতন, আর্থ-সামাজিক দ্বন্দ্বসচেতন কাহিনিকারের লেখা আখ্যানেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি আধিপত্যকারী। ভাষাব্যবহারে, কুশীলবদের দ্বন্দ্বনির্মাণে এবং আখ্যানের বাচনিক পরিসরে এহেন প্রথাগত উপন্যাসনির্মাণের কৌশল অনুসৃত হয়েছে। ইলিয়াস, মহাশ্বেতা, নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাসে ভদ্রলোক-মধ্যবিত্তের নির্মিত নৈতিকতা-মূল্যবোধের গণ্ডি অনেকাংশে প্রত্যাহ্বায়িত হয়েছে। ভাষায়, কুশীলবদের পারস্পরিক সম্পর্কনির্মাণে এবং সার্বিক বাচনিক পরিসরে উচ্চবর্গের নৈতিকতা-মূল্যবোধের উপাদানগুলি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। শেষ পর্বের শিরোনাম- ‘সেট-তত্ত্ব, পাঠকের রাজনীতি এবং বাংলা উপন্যাসের রাজনীতি’। পাঠকের রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং লেখকের অবস্থানের মধ্যে কোন কোন সেটে মিল থাকতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করেছি। লেখকের অবস্থানগত নৈর্ব্যক্তিকতা আখ্যাননির্মাণের ক্ষেত্রে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পাঠকের স্বস্তিক্ষেত্র তাতে কীভাবে প্রভাবিত হয়, তা খুঁজে দেখতে চেয়েছি।

ইতিহাসের সত্য এবং উপন্যসের সত্যের দ্বান্দ্বিক বিচার থেকেই মহাশ্বেতা এবং ইলিয়াসের আখ্যানের সত্য নির্মিত হয়। মহাশ্বেতা ঐ উভয় সত্যকেই ভাঙ্গেন ও গড়েন; এবং ঐ দু’ই সত্যের দ্বান্দ্বিক ক্রিয়ার জন্যেই ‘অরণ্যের অধিকার’, ‘চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর’ কিংবা ‘ঝাঁসির রাণী’-র নায়করা মহাকাব্যিক মাত্রায় উত্তীর্ণ হয়। বিজিতের বয়ানে ইতিহাসের পুনর্লিখনে/পুনর্পাঠে ভাষার বহুস্তরীয় পাঠকে কীভাবে হাতিয়ার ক’রে তোলেন উক্ত ঔপন্যাসিকরা। লেখক নিশ্চয়ই তাঁর মতাদর্শের প্রচার করবেন না অথবা নিজবিশ্বাসের মতাদর্শ আখ্যানের মধ্য দিয়ে পাঠকের ওপরে চাপিয়ে দেবেন না। কিন্তু, নিজের বাস্তবতার অবস্থানকে আরোপিত নিরপেক্ষতায় সাজিয়ে দেওয়ার দায়ও তাঁর নেই।

মহাশ্বেতা ও দেবেশের নির্মাণে বহুস্তরীর সমাজের ভাষার বিভিন্ন নিবন্ধন (register) তাই প্রতিফলিত হয়। শ্রেণি-অবস্থান, লৈঙ্গিক-অবস্থান ও সামাজিক-অবস্থানের ভিন্নতা থেকে ভাষাপ্রয়োগের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। বসাই টুডুর বাতাসের গলা মোচড়ানোর ভাষা কিংবা বাঘারুর শরীরী ভাষা কিংবা কেলুর না-ভাষা রাষ্ট্রের কাছে ও প্রতিষ্ঠানের কাছে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ওসমান মানসিক ভারসাম্য হারায়, শিক্ষিত-ভদ্রলোকেরা তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে চিহ্নিত করে। রণজয়ও ঠাঁই পায় মানসিক ভারসাম্যহীনদের সঙ্গে। কিন্তু, তাদের ভাষায় দ্রোহভাষার পরিচয় জাগরূক থাকে। বাজিকরদের ভাষা থিতু নয়, সময় ও স্থানের সঙ্গে তা পাল্টে যায়। 'রহু চণ্ডালের হাড়'-এর শারিবার 'হামরা বাজিকর, হামারাদের আর কোনও জাত নাই' উচ্চারণ অন্তর্ঘাতী বয়ান তৈরি করে। 'কাঙাল মালসাট'-এ ফ্যাতাড়ুদের ভাষা সভ্য-শিক্ষিত সমাজের উচ্চবর্গীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠে। বটতলা সাহিত্যের ভাষা ও সাহিত্যের যে রাজনীতি ছিল, ফ্যাতাড়ুদের ক্ষেত্রেও কি সেই রাজনীতিই আরও সংগঠিত, উদ্দেশ্যমুখী ও পরিশীলিত হয়ে শাসক-নিয়ন্ত্রিত সাংস্কৃতিক স্থিতাবস্থাকে ব্যঙ্গ করে?

হারবার্ট সরকারের সুইসাইড নোট এবং আত্মঘাতের পরেও অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনা রাষ্ট্র বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়। যদিও, 'হারবার্ট' উপন্যাসের শেষে পৌঁছে 'কোথায় কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তা কে ঘটাবে...' বাক্যটিকে আরোপিত মনে হয়। কারণ, উপন্যাসটির আখ্যানভাগ যে অজস্র পাঠসম্ভাবনা উন্মুক্ত করেছিল, তা সঙ্কুচিত হয়ে আসে। নির্দিষ্ট অভিমুখে ইঙ্গিত করতে থাকে। ইলিয়াসের 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসটি আখ্যানান্তে পৌঁছে এমন সঙ্কোচনের পথে হাঁটে না বরং প্রসারিত ক'রে দেয় পাঠসম্ভাবনার দিগন্ত। ওসমান কোন দিকে যাবে তা বলে দেওয়ার ক্ষমতা লেখকের নেই। লেখক ওসমান নামক কুশীলবের চরিত্রনির্মাণের যাবতীয় প্রস্তুতিপর্বের শেষে চরিত্রটিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বহু সম্ভাবনাময় আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ছেড়ে দিচ্ছেন। আখ্যানের মুক্ত সমাপ্তি মূল বিবেচ্য হয়ে উঠছে। দেবেশ রায়ের 'বৃত্তান্ত'গুলিতেও এমন মুক্ত সমাপ্তি রয়েছে। আখ্যানের শেষে

বাঘারু, চ্যারকেটু, কেলু প্রত্যেকে পথে থাকছে। এদের প্রত্যেকের নতুনতর যাত্রার তথা বিরামহীন চলার ইঙ্গিতে আখ্যান শেষ হচ্ছে। অসংখ্য বিরোধাভাস এবং জটিল দ্বন্দ্বের নির্মাণ করতে করতে রাজনৈতিক উপন্যাস এগোতে থাকে। নিরাজনৈতিক সাহিত্যের বাড়বাড়ন্তের যুগে এবং উত্তর-সত্য পর্বে শাসক-মতাদর্শের আধিপত্যের যুগে অভিসন্দর্ভে আলোচিত রাজনৈতিক উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণ নতুন অভিমুখের সন্ধান দেয়।

গ্রন্থপঞ্জি- সংক্ষিপ্ত তালিকা

ইলিয়াস, আখতারুজ্জমান, *খোয়াবনামা,* নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ১৯৯৮

ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, *চিলেকোঠার সেপাই,* পঞ্চম মুদ্রণ, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৫

বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ, *উপন্যাস সমগ্র,* একুশ শতক, কলকাতা, ২০০৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ, *গল্প সমগ্র,* সম্পা. অনিশ্চয় চক্রবর্তী, একুশ শতক, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৫

ভট্টাচার্য, নবারুণ, *উপন্যাস সমগ্র,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০

ভট্টাচার্য, নবারুণ, *হারবার্ট,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৪

রায়, দেবেশ রায়, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষোড়শ সংস্করণ, ২০১৩

রায়, দেবেশ, *মফস্বলি বৃত্তান্ত,* দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৯

রায়, দেবেশ, *সময় অসময়ের বৃত্তান্ত,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০১

সহায়ক পাঠ

ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান, *সংস্কৃতির ভাঙা সেতু,* মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৭

উমর বদরুদ্দীন, *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক,* চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৯

ঘোষ, নির্মল, *নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য,* করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০১৬

ঘোষ, ফটিক চাঁদ, *নকশাল আন্দোলন ও বাংলা কথাসাহিত্য,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২

ঘোষ বিনয়, *মেট্রোপলিটান মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ,* ওরিয়েন্ট, কলকাতা, ১৯৭৭

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, *আনন্দমঠ,* বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, সম্পা. শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, আষাড়, ১৩৪৫ সাল

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, *বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী মধ্যবিত্ত,* সংহতি প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭

জহির শহীদুল, *শহীদুল জহির সমগ্র,* সম্পা. মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, পাঠক সমাবেশ, বাংলাদেশ, ২০১৩

জোয়ারদার, জয়ন্ত, *এভাবেই এগোয়,* বুক মার্ক, কলকাতা, ১৯৭৮

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্র রচনাবলী,* বিশ্বভারতী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩৬৮ সাল

দাশগুপ্ত, অশীন, *প্রবন্ধ সমগ্র,* আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬

দেবী, মহাশ্বেতা, *অগ্নিগর্ভ,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৮৭ সাল

দেবী মহাশ্বেতা, *অরণ্যের অধিকার,* করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৮ সাল (২০১১)

বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, *বাংলা উপন্যাসে 'ওরা',* প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১২

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা,* প্রথম প্রকাশ ২৪শে মাঘ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, পঞ্চম সংস্করণ, মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৩৬৭ সাল

ভট্টাচার্য তপোধীর, *উপন্যাসের সময়,* এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০০৯

ভট্টাচার্য, নবারুণ, *আনাড়ির নাড়িজ্ঞান,* ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৫

ভাদুড়ী, সতীনাথ, *ঢোঁড়াই চরিত মানস,* বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১

মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার, *আটটা নটার সূর্য,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩

রায়, দেবেশ, *উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে,* দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬

সেন, রুশতী, *সমকালের গল্প উপন্যাসে প্রত্যাখ্যানের ভাষা,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৭

Bakhtin, Mikhail. M, *Rabelais and His World,* Trans. By Helene Iswolsky, Indiana University Press, Bloomington, 1984

Bhattacharya, Tithi, *The Sentinels of Culture Class, Education, and the Colonial Intellectual in Bengal (1848-85)*, Oxford University Press, Oxford, 2005

Chanda, Ipshita, *The Journey of the Namah: A Case Study*, CAS, Comparative Literature, Jadavpur University, March 2011

Chatterji, Joya, *Bengal Divided: Hindu Communalism and Partition 1932-1947*, Cambridge University Press, New York, 2000

Coppola, Carlo, *Urdu Poetry 1935-1970*: *The Progressive Episode* Oxford University Press, Karachi, 2017

Das, Sisir Kumar, *A History of Indian Literature 1800-1910 Western Impact: Indian Response,* Sahitya Akademi, 2012

Dasgupta, Shashibhusan, *Obscure Religious Cults*, Firma K.L Mukhopadhyay, Calcutta, 1969

Dasgupta, Subhoranjan, *Elegy and Dreams: Akhtaruzzaman Elias' creative commitment,* University Press Limited, Dhaka, 2018

Eagleton, Terry, *Marxism and Literary Criticism*, Routledge Classics, 2002

Eaton, Richard, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier: 1204-1760*, University of California, 1993

Foley, Barbara, *Telling the Truth: The Theory and Practice of Documentary Fiction*, Cornell University Press, IIhaca and London, 1986

Guha Ranajit, *On Some Aspects of Historiography of Colonial India, Subaltern Studies 1, Writings on South Asian History and Society*, Oxford University Press, Delhi, 1982

Howe, Irving, *Politics and the Novel,* Horizon Press, New York, 1957

Macherey, Pierre, *A Theory of Literary Production*, Routledge, London, 2006

Majumdar, Nivedita, *The World in a Grain of Sand: Postcolonial Literature and Radical Universalism*, Verso, London New York, 2021

Sarkar, Sumit, *Writing Social History*, Oxford University Press, Delhi, 1997

Sinha Roy, Mallarika, *Sexual Economies of Caste and Gender The Case of Naxalbari (1967-1975),* Tata Institute of Social Sciences, June 2016

White, Hayden, *Historical text as literary artifact. Tropics of Discourse,* John Hopkins University Press, Baltimore, 1978

Zizek, Slavoj Ed. *Mapping Ideology*, Verso, 1994. PDF